# মেহর্‌গড়

## হরপ্পা সভ্যতার গ্রামীণ পটভূমি

সত্যসৌরভ জানা

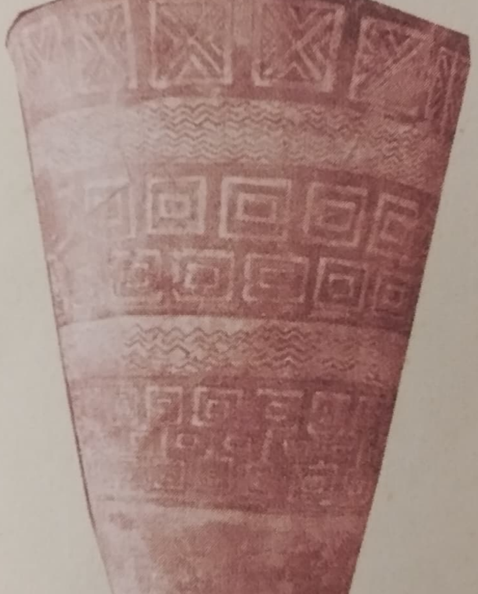

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

সিলমোহর : হরপ্পা সভ্যতা

সিলমোহর : হরপ্পা সভ্যতা

## সূচিপত্র


১ — ১৯-৫০

মেহরগড় : নিদর্শনের আলোকে
ভৌগোলিক অবস্থান ;
নব্যপ্রস্তর যুগ : মানব সভ্যতার বৈপ্লবিক পটভূমি ;
মেহরগড় : নিদর্শনে

২ — ৫১-৬৫

মেহরগড় : আপন বৈশিষ্ট্যে

৩ — ৬৬-৭৬

তত্ত্ব ও তথ্যে হরপ্পা সভ্যতা

পরিশিষ্ট-ক — ৭৭-১১৭

প্রত্নক্ষেত্রের মুখোমুখি
(কালিবাঙ্গান, লোথাল, ধোলাবিরা,
বানাওয়ালি, কুনাল, রাখিগরহি, কুনতাসি, ভীরানা)

পরিশিষ্ট-খ — ১১৮-১২৩

পুরাতত্ত্বের কথামুখ

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি — ১২৪-১৪০

নির্ঘণ্ট — ১৪১-১৪৪

# মেহর্‌গড় : নিদর্শনের আলোকে

১৯২২। সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস চর্চা এবং চর্যার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা। যার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সূচনা কাল প্রাগৈতিহাসিক (Pre-historic) বা প্রায়-ঐতিহাসিক (Proto-historic) আমলে নির্দেশ করা সম্ভব হয়েছিল। (প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলতে সেই যুগকে বোঝায়, যে সময় মানব সভ্যতার কোনো লিখিত উপাদান পাওয়া যায়নি। আবার প্রায়-ঐতিহাসিক যুগ বলতে যে সময় লিখিত উপাদান পাওয়া গেছে, কিন্তু তা পড়া যায়নি সেই সময়কে বোঝায়। তাই হরপ্পা সভ্যতাকে প্রায়-ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতা মনে করাই সঙ্গত। কেননা হরপ্পা সভ্যতার নানা প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত সিলমোহরের গায়ে উৎকীর্ণ লিপিগুলির যথাযথ পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব হয়নি।)।

হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের আগে মনে করা হত যে ঋগ্বৈদিক আর্য সভ্যতাই ছিল ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা। এই সভ্যতা আবিষ্কারের পর সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হল যে খ্রিস্টপূর্ব তিন/আড়াই হাজার বছর পূর্বে সূচিত হরপ্পা সভ্যতাই হল ভারতের আদি ও প্রাচীনতম সভ্যতা।

১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হল। পৃথক রাষ্ট্ররূপে জন্ম নিল ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র। ভারতের অখণ্ডতা আর রইল না। আবার ভারত ভাগের সুবাদে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস চর্চার গতিপ্রকৃতিও বদলে গেল। বেশিরভাগ হরপ্পা-সভ্যতার প্রত্নক্ষেত্র চলে গেল পাকিস্তান ভূ-খণ্ডের সীমানার মধ্যে। তবে পরবর্তীকালে প্রত্নতাত্ত্বিক-ইতিহাসবিদ-গবেষকদের নিরলস চেষ্টায় ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে উৎখনন কার্যের ফলে পাওয়া গেছে হরপ্পা সভ্যতার অমূল্য প্রত্ন-নিদর্শন সম্ভার। বর্তমান কালে এ সম্পর্কে নানা আলোচনা-গবেষণা চলছে। সূচিত হচ্ছে ইতিহাসের নানা অজানা দিগন্ত।

১৯৭৪ ও তৎপরবর্তীকালে পুরাতাত্ত্বিকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত হয়েছে বালুচিস্তানের মেহর্‌গড় প্রত্নক্ষেত্রটি।[১] এখানকার আটটি পর্ব থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির ভিত্তিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চার এক নব দিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে। এখানেই পাওয়া গেছে মৃৎপাত্র প্রচলনের পূর্ববর্তী পর্বের (aceramic) নব্যপ্রস্তর যুগীয় (Neolithic) কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতার নিদর্শন। আবার এখান থেকেই পাওয়া গেছে তাম্রাশ্মীয়

(Chaelcolithic) হরপ্পা সভ্যতার পূর্ববর্তী ও আদিপর্যায়ের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ। ফলে একথা বলা আর অসমীচীন হবে না যে, খ্রি.পূ. ৭০০০ অব্দের মেহরগড়ের কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সংস্কৃতিই কালে হরপ্পা সভ্যতার ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছিল এবং এই সংস্কৃতিই হল ভারতের প্রাচীনতম সংস্কৃতি।

আপাতদৃষ্টিতে মেহর্‌গড় থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনরাজির ভিত্তিতে একে মেহর্‌গড় সংস্কৃতি (Mehargarh culture) বলাই সঙ্গত। কেননা এখানে নগর সভ্যতার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি, তবে নাগরিক সভ্যতার ভিত্তি ভূমির ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তাই বিশেষজ্ঞদের অভিমত, যেহেতু মেহর্‌গড়ে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির মধ্যে নগরজীবনের প্রামাণ্য নিদর্শন বর্তমান সেহেতু এই সংস্কৃতিকে মেহর্‌গড় সভ্যতা (Mehrgarh civilization) বলা যায়।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনেক সময় একই অর্থজ্ঞাপক মনে হলেও অনেকেই একে আলাদা অর্থে ব্যবহার করেন। 'সভ্যতা' হল বাহ্যিক ও যান্ত্রিক। আর 'সংস্কৃতি' হল উপলব্ধির বিষয়। সংস্কৃতি বিচার্য হয় মানুষের মানসিক মানদণ্ডে।

ম্যাকাইভার ও পেজ-এর মতে, আমরা যা তাই হচ্ছে সংস্কৃতি। আর আমাদের যা আছে, বা যা আমরা ব্যবহার করি তা-ই **'সভ্যতা'**। 'সংস্কৃতি' হল মানুষের 'আন্তরিক দিক'। কিন্তু 'সভ্যতা' হল মানুষের 'বাহ্যিক বিষয়'। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সভ্যতার মূল কথা। তবে 'সংস্কৃতি'-র নিজস্ব লক্ষ্য ও অস্তিত্ব বর্তমান। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'সভ্যতা' হলো একটা হীরের টুকরো আর তা থেকে বিচ্ছুরিত আলো হলো 'সংস্কৃতি'। 'সভ্যতা' প্রসঙ্গে আমরা যেসব মানুষের কথা বলি তাঁরা হলেন প্রাজ্ঞ, পরিশীলিত, সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষজন। কিন্তু পুরাতত্ত্ব বা ইতিহাসের ক্ষেত্রে এর ব্যাখ্যাটা কিছুটা অন্যরকম। এক্ষেত্রে সমগ্র মানব সমাজ, কারিগরি দিক থেকে কিছু মানুষ পশ্চাদপদ হলেও বা সংখ্যায় কম হলেও সংস্কৃতির আওতায় চলে আসেন। কেননা 'সংস্কৃতি' বলতে বোঝায় সমাজবদ্ধভাবে বাস করার একটা ধরন বা পদ্ধতি। যা বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত। অন্যদিকে 'সভ্যতা' হল প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। যার বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সুপ্রাচীন আর্থ-সামাজিক বিভাজনকেও আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়।

তবে প্রাসঙ্গিক আলোচনার ক্ষেত্রে সভ্যতার ধরনটি একটু অন্যরকম। যা দু'ভাবে আলোচনা করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে এর মাধ্যমে মানব সভ্যতার অগ্রগামী স্তরগুলিকে বোঝানো হয়েছে। যেমন, কুঁড়েঘর ভিত্তিক গ্রামীণ জীবনযাত্রা থেকে নগরকেন্দ্রিক শহুরে জীবনে অভিপ্রয়াণ, পাথরমুখী জীবনযাত্রা থেকে ধাতুমুখী সভ্যতায় অভ্যস্ত হওয়া প্রভৃতি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'সভ্যতা' শব্দটি ভৌগোলিক অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। যার সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট সমকালীন শিল্প বৈশিষ্ট্য বা ধাতুবিদ্যা।[১ক]

## আলোচনার **নিরিখে মেহর্‌গড়**

মেহর্‌গড় প্রসঙ্গে প্রথম আলোকপাত করেন ফরাসি পুরাতাত্ত্বিক জাঁ ফ্রাঁসোয়া জারিজ (Jean-Francois Jarrige)। ১৯৮০ সালে জারিজ ও রিচার্ড এইচ মিডৌ

(Richard H. Meadow) *সায়েন্টিফিক আমেরিকান* পত্রিকায় 'দ্য এ্যান্টিসিডেন্টস্ অফ সিভিলাইজেশন ইন দ্য ইন্ডাস ভ্যালি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। দ্বি-বার্ষিক সংখ্যা রূপে প্রকাশিত *সাউথ এশিয়ান আর্কিওলজির জার্নালে* ১৯৭৭ ও তৎ পরবর্তীকালের নানা সংখ্যায় মেহর্‌গড় সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যে প্রবন্ধগুলি লেখেন জঁা ফ্রাঁসোয়া জারিজ, রিচার্ড এইচ মিডৌ, মোনিক লেচেবল্লিয়ের (Monique Lechevallier), গোনজ্যাক কুইভ্রঁ (Gonzaque Quivron), এল কনস্তানতিনি (L Constantini), বি বি দ্য স্যুইজিউ (B B de Saizieu), এ ব্যুকুইল্লিওঁ (A Bouquillion), এ সামজুন (A Samjun), পি সেল্লিয়ের (P Sellier), এস থিবোল্ট (S Thibault) প্রমুখ পণ্ডিত। (এ প্রসঙ্গো বিস্তারিত বিবরণের জন্য বর্তমান গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জি অংশ দেখুন।)

এছাড়া মেহর্‌গড় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা পাওয়া যাবে ব্রিজেৎ ও রেমন্ড অলচিন (*দ্য রাইজ অফ সিভিলাইজেশন ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান*, ১৯৮৩), গ্রেগরি এল পোশেহ্‌ল (সম্পাদিত, *হরপ্পান সিভিলাইজেশন : এ্যা রিসেন্ট পার্সপেক্টিভ*, ১৯৯৩), আসকো পারপোলা (*ডিসাইফারিং দ্য ইন্ডাস স্ক্রিপ্ট*, ১৯৯৪), জোনাথন মার্ক কেনোয়ের (*অ্যানসিয়েন্ট সিটিজ্ অফ দি ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন*, ১৯৯৮), দিলীপকুমার চক্রবর্তী (*ইন্ডিয়া : এ্যান আর্কিওলজিক্যাল হিস্ট্রি, প্যালিওলিথিক বিগিনিংস্ টু আর্লি হিস্টোরিক ফাউন্ডেশন*, ১৯৯৯) প্রমুখের রচনায়। এছাড়া এ প্রসঙ্গো নীহাররঞ্জন রায় ও তাঁর সহযোগীদের সম্পাদিত *এ সোর্স বুক অফ ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন* (২০০০) শীর্ষক গ্রন্থটিতেও কিছু আলোচনা পাওয়া যাবে। তেমনি মেহর্‌গড় সম্পর্কিত তথ্য ও 'নব্যপ্রস্তর যুগীয় বিপ্লব' সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যাবে ইরফান হাবিব রচিত পিপলস্ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া-১ *প্রি-হিস্ট্রি শীর্ষক* (২০০১) গ্রন্থে।

বাংলাভাষায়ও মেহর্‌গড় সম্পর্কিত বিষয়টি পুরোপুরি অনালোচিত নয়। এ সম্পর্কে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৯৫ সালে *দেশ* পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরবর্তীকালে দিলীপকুমার চক্রবর্তী এ ব্যাপারে (*ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস*, ১৯৯৯) সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তাছাড়া ইরফান হাবিব রচিত উপরোক্ত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদেও (*প্রাক-ইতিহাস*, ২০০২) এ সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যাবে। মেহর্‌গড়ের অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনা করেছেন রণবীর চক্রবর্তী (*প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ)। এ প্রসঙ্গো ঢাকা থেকে প্রকাশিত শামসুজ্জোহা মানিক ও শামসুল আলম চঞ্চল প্রণীত এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত *আর্যজন ও সিন্ধু সভ্যতা* (২০০৩) শীর্ষক গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য।

এভাবেই মেহর্‌গড়কে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক-পুরাতাত্ত্বিকদের আলোচনায় ভারতীয় সভ্যতার নবদিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে। তবে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত দিলীপকুমার চক্রবর্তীর *দ্য অক্সফোর্ড কম্পেনিয়ান টু ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি* (২০০৬) শীর্ষক গ্রন্থটিও এ প্রসঙ্গো উল্লেখযোগ্য।

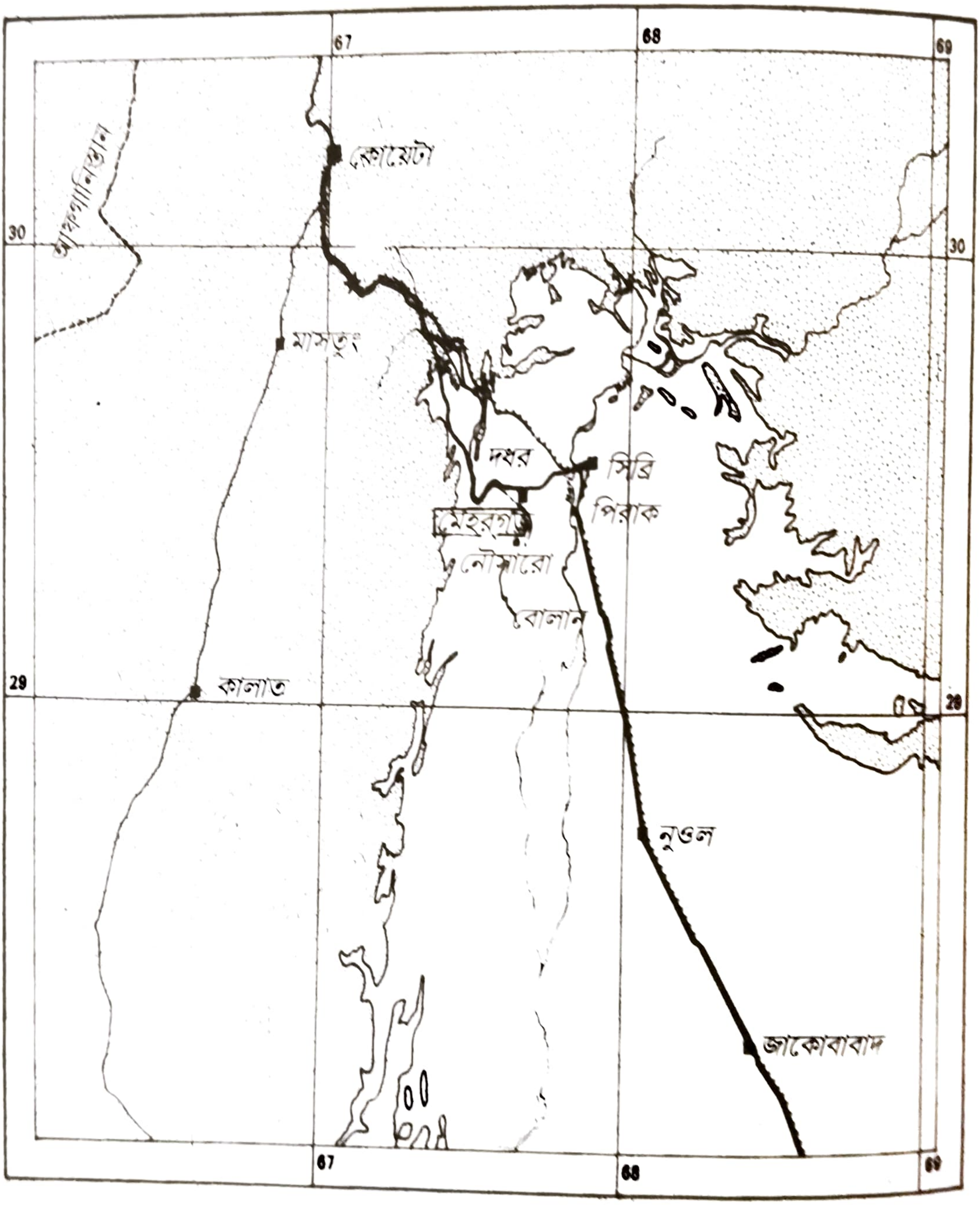


মানচিত্রে কাছি উপত্যকা (সৌজন্যে : পোসেহ্‌ল)